দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

147

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার সফলতায় অনুশীলন চাই

আমাদের মধ্যে শিক্ষাদানে যিনি বেশ পারদর্শী, যিনি অতি সহজে, সুন্দর ও সার্থকরূপে নিত্য-দিনকার পঠিতব্য বা আলোচ্য বিষয়কে পূর্ণাঙ্গরূপে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ শিক্ষক। একজন আদর্শ শিক্ষকের কতগুলো বৈশিষ্ট রয়েছে——যা' সংবেদনশীল, সক্রিয় বাস্তবধর্মী শিক্ষাদানে শিক্ষককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। যার দরুণ ছাত্ররা তার নিকট চুম্বকের মত আকৃষ্ট হয়। একজন আদর্শ শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বখাটে, উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট, দুরন্ত-দামাল ছাত্ররা ও সত্যিকার আদর্শ পুরুষরূপে গড়ে উঠতে পারে।

বিশ্ববিজয়ী গ্রীক আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন এরিষ্টোটল। তিনি যেমন ছিলেন জ্ঞানী, তেমন ছিলেন চরিত্রবান। তার সুদূর প্রসারী জ্ঞান ও চরিত্র গুণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বিশ্ববিখ্যাত আলেকজাণ্ডার কালক্রমে একদা মহান হতে পেরেছিলেন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বগুণে একটি দুঃসাহসী, রণবীর, দুরন্ত-দুর্বার সেনাদল গঠন করে তুলতে সফল হয়েছিলেন। এরিষ্টোটলই ছিলেন আলেকজাণ্ডারের বিশ্ববরেণ্য খ্যাতি অর্জনের চাবিকাঠি।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞানদান করে "আশরাফুল মখলুকাত" খেতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এই আশরাফুল খেতাবটি তখনই স্বার্থক হয়ে উঠে, যখন শিক্ষার্থীরা জ্ঞানে-গুণে, শিক্ষা-দীক্ষায় কামিয়াবী হয়ে উঠতে পারে। অন্যথায় জ্ঞান ও গুণহীন বিবর্জিত মানুষ পশুর চেয়েও অধম। আল্লাহ্ মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছেন সে জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষক তাঁর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যাদু-মন্ত্রের মত শিক্ষার্থীর সুপ্ত-জ্ঞান বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। যাদের এই সুপ্ত-জ্ঞান বিকশিত হয়, কালক্রমে তারাই সমাজ ও বিশ্বকে স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যদ্বারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে জাতির সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে তাই এমন শিক্ষক চাই, যারা আমাদের প্রতিভাবান ছাত্রদের সুপ্ত-জ্ঞান ও প্রতিভার বিকাশ সাধনে উপাদান প্রেরনার উৎস যোগাতে সক্ষম। যাতে তারা কর্মজীবনে গিয়ে সৃষ্টির উল্লাসে নিত্য-অভিনব উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের ঘুনে ধরা কঙ্কালসার, নিস্তেজ-নিষ্ক্রিয় জাতির সেবায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষকের জন্য একারণে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দান শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথকে সহজ করে। ছাত্রজীবনেই শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। সমাজে চরিত্রহীনতার দোষে বহু ব্যক্তি শিক্ষিত হয়েও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজ তাদের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রের মন-মানুষিকতার পরিবর্তন সাধনেও প্রয়াস চালাতে হবে।

আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে যারা নিজেরাই শিক্ষকতার মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন তাদের এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় এ ব্যাপারে তাদের সকল চেষ্টা ও সাধনা নিস্ফল হবে। কারণ, নিজের সংশোধন ছাড়া অপরের সংশোধন করা সম্ভব নয়।

তাই আমাদের শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করে তুলতে হলে—সর্বাগ্রে আমাদের শিক্ষকদের সত্যিকার মানবতা অর্জনের মহান সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। উপযুক্ত অনুশীলন ও চর্চার উপর শিক্ষার সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভরশীল। তাই আমাদের শিক্ষাঙ্গণে এমন বাস্তব পদক্ষেপ চাই, যে পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অনুশীলন করার অভ্যাস ও প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুন্দরভাবে আয়ত্ব করতে পারে।

মোখতার আহমেদ,
ডাকঃ রামমোহন বাজার
উপজেলাঃ চান্দিনা, কুমিল্লা।